শৌলের অবাধ্যতা ও ফলাফল

(Saul's Disobedience & Consequences)

৯ শমূয়েল ৯৫

শৌলকে ইজ্রায়েলের উপর রাজা করা হয়েছে। শৌল কিন্তু পাশ্ববর্তী অন্যান্য দেশের রাজাদের ন্যায় তার ক্ষমতা ও কতৃত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজা নয়। পরিবর্তে, সে সদাপ্রভুর বিধান ও ভাববাদীর বাক্য পালনে বাধ্য (১০:২৫; ১২:২৩)। অর্থাৎ, তাঁর প্রজাদের উপর সদাপ্রভুর রাজত্বে তিনি রাজাকে তাঁর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন; প্রজাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজাকেও স্বীকার করতে হবে যে, সদাপ্রভুই তাদের উপর চূড়ান্ত সার্বভৌম (১২:১৪-১৫)। কিন্তু ১৩ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, শৌল এই শর্ত মেনে রাজত্ব করতে অস্বীকার করেছে; আর তাই ফিলিস্তীনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্বন্ধে শমূয়েলের নির্দেশের প্রতি শৌল অবাধ্য হয়েছে (১৩:১৩)। তখনই শমূয়েল শৌলকে এমন কথা বলেছিল, *"তুমি অজ্ঞানের কাজ করেছ; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে আজ্ঞা দিয়েছেন, তা পালন করনি; করলে সদাপ্রভু এখন ইজ্রায়েলের উপর তোমার রাজত্ব চিরকাল স্থায়ী করতেন। কিন্তু এখন তোমার রাজত্ব স্থির থাকবে না; সদাপ্রভু নিজের মনের মতো এক জনের অন্বেষণ করে তাকেই নিজের প্রজাদের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেছেন . . ."* (১৩:১৩-১৪)। ১৫ অধ্যায়ে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি যে, শমূয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বর অমালেকীয়দের নিঃশেষে বিনাশ করার যে আদেশ শৌলকে করেছিলেন, শৌল সেই আদেশ পালন করেনি। এইভাবে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে, তাঁর রাজত্বে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে শৌল যখন অস্বীকার করেছে, তখন ঈশ্বরও শৌলকে অগ্রাহ্য করেছেন, *"তুমি সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য করেছ, এই জন্য তিনি তোমাকে অগ্রাহ্য করে রাজ্যচ্যুত করেছেন"* (১৫:২৩)।

ক। অমালেকীয়দের নিঃশেষে বিনষ্ট করার আদেশ (১-৩ পদ)

১৫ অধ্যায়ে, শৌলকে চূড়ান্তভাবে রাজ্যচ্যুত করার ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শমূয়েল প্রথমে শৌলকে তার রাজ্যাভিষেক কীভাবে হয়েছিল, তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে: *"সদাপ্রভু নিজের প্রজাদের উপরে, ইজ্রায়েলের উপরে তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে আমাকেই প্রেরণ করেছিলেন"* (১ক)। আর তাই রাজদায়িত্ব পালনে শৌলের সদিচ্ছা আশা করা হয়েছে: *"অতএব, তুমি এখন সদাপ্রভুর বাক্যের রবে কর্ণপাত কর"* (১খ)। আমরা জানি যে ১৩ অধ্যায়ের ঘটনার পর থেকে শমূয়েল ও শৌলের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল; তথাপি, শৌল শমূয়েলের কথা শুনতে বাধ্য ছিল। কারণ যে সদাপ্রভু তাকে ইজ্রায়েলের উপর রাজপদে নিযুক্ত করেছেন, তিনি যাজক-ভাববাদী শমূয়েলের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা শৌলকে জ্ঞাত করে থাকেন। এই সময় সদাপ্রভুর যে ইচ্ছা শমূয়েলের মাধ্যমে শৌলকে জ্ঞাত করা হয়েছে, তা হল অমালেকীয়দের নিঃশেষে বিনষ্ট করার আদেশ (২-৩ পদ)। হিব্রু ভাষায় একে হেরেম *(herem)* বলা হয়, যার অর্থ কোনও ব্যক্তি বা দল যখন ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে, তখন তার বা তাদের সম্পূর্ণ উৎসর্গ গ্রহণ করা (লেবীয় ২৭:২৮-২৯; ২বিবরণ ১৩:১২-১৮; যিহোশূয় ৬:১৭-১৮)। সাধারণত তাদের সম্পূণভাবে বিনষ্ট করার দ্বারাই সেই উৎসর্গ গ্রহণ করা হত এবং সাধারণ লুঠের বিপরীতে লুঠের কোনও ব্যক্তি বা বস্তু গ্রহণ করা হত না। আজ আমাদের কাছে এমন কথা আমাদের অবাক করতে পারে, কিন্তু সেই সময় শৌল ও ইজ্রায়েলীদের কাছে এ ছিল সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। এখন, এই অমালেকীয়রা হল মরুভূমিতে বসবাসকারী (বেদুইন) এষৌর বংশধর (আদি ৩৬:১২, ১৬)। তারা মূলতঃ নেগেভ ও শিনয় অঞ্চলে বসবাস করত। মিশরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার পেয়ে কনানের উদ্দেশে যাত্রাপথে ইজ্রায়েল যখন প্রান্তরে ৪০ বৎসর কাটিয়েছিল, তখন অমালেকীয়রা ইজ্রায়েলের উপর বিভিন্নভাবে আক্রমণ চালিয়েছিল (যাত্রা ১৭:৮-১৫; গণনা ১৪:৪৩, ৪৫; ২বিবরণ ২৫:১৭-১৯)। ইজ্রায়েলের প্রতি তাদের সেই আচরণ ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করেছে, আর তাই তিনি তাদের নিঃশেষে বিনষ্ট করার এই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সিদ্ধান্ত নিয়েছেন (২-৩ পদ)। [যোহন ৩ অথবা ইব্রীয় ১০ অধ্যায়ের প্রেক্ষিতে, পবিত্রতা লাভে নতুন উপায়।]

এইভাবে, একটি জাতিকে নিঃশেষে বিনষ্ট করার পেছনে যে সমস্ত বিষয়গুলিকে আমরা মাথায় রাখব, সেগুলি হল (১) কনানকে ঈশ্বর ইজ্রায়েলের অধিকার হিসাবে দান করেছেন; কিন্তু সেখানে বসবাসকারী ঈশ্বর- অসন্তুষ্টকারী এই সমস্ত অতিমাত্র পাপী (১৮, ৩৩ পদ) যদি ধারাবাহিকভাবে সেখানে বসবাস করে, তাহলে তারা তাদের সেই সমস্ত পাপকাজ ইজ্রায়েলীদেরও শিক্ষা দেবে। পাশাপাশি, তাদের সেই সমস্ত জঘন্য পাপ তাদের সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গে পশুদেরও দূষিত করেছে। (২) ঈশ্বর অবশ্যই অজ্ঞান মানুষ ও পশুদের শাস্তিপ্রদানে আনন্দ উপভোগ করেন না (যোনা ৪:৯-১১), কিন্তু ঈশ্বর তাঁর পবিত্রতাকে লঘু জ্ঞান করারও পক্ষপাতী নন (২বিবরণ ৪:২৪; ২শমূ ২২:৯; যিশা ৩০:২৭, ৩০; ৩৩:১৪)। (৩) অমালেকীয়দের এইভাবে নিঃশেষে ধ্বংস করার আদেশ বাস্তবে অনেক কাল পূর্বে দত্ত হয়েছিল এবং বারংবার তা নতুন করে উক্ত হয়েছিল (যাত্রা ১৭:৮-১৬; গণনা ২৪:২০-২৫; ২বিবরণ ২৫:১৭-১৯)। ইজ্রায়েল যখন মিশর ত্যাগ করে প্রতিজ্ঞাত দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল, তখন অমালেকীয়রা তাদের আক্রমণ করেছিল (যাত্রা ১৭)। তাদের এই আক্রমণ ছিল ভীরুতার কাজ, যেহেতু তারা পেছন থেকে শ্রান্ত-ক্লান্ত ইজ্রায়েলীদের আক্রমণ করেছিল; তাই ঈশ্বর তাদেরকে ইজ্রায়েলীদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন, যদিও তার দ্বারা তারা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়নি, তাই ভবিষ্যতে সেই শাস্তি পূর্ণ হবার কথা ঈশ্বর বলেছেন (২বিবরণ ২৫:১৮)। আবার, আদি ১২:৩ পদে ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন, *"যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে, তাদেরকে আমি আশীর্বাদ করব; যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেবে, তাকে আমি অভিশাপ দেব . . .।"* অমালেকীয়রা ইজ্রায়েলকে আক্রমণ করে অভিশাপদানের কাজ করেছিল, তাই মোয়াবরাজ বালাকের অভিসন্ধির বিরুদ্ধে বিলিয়ম ইজ্রায়েলকে আশীর্বাদ করেছিল এবং অমালেককে অভিশাপ দিয়েছিল (গণনা ২৪:২০-২৫)। অন্যদিকে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে ঈশ্বর অব্রাহামকে জানিয়েছিলেন যে, **ইমোরীয়দের অপরাধ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত** অব্রাহামের বংশধররা মিশরের দাসত্ব থেকে কনানে ফিরে আসবে না (আদি ১৫:১২-১৬)। তাই, শৌলের সময় ইমোরীয়দের অপরাধ পূর্ণ হওয়ায়, তিনি তাদের নিঃশেষে বিনষ্ট করার আদেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতাই (২পিতর ৩:৯) প্রকাশ পেয়েছে।

খ। শৌলের অবাধ্যতা (৪-২১ পদ)

নিঃশেষে ধ্বংস করার আদেশ যেহেতু কেবল অমালেকীয়দের বিরুদ্ধে উক্ত হয়েছিল, সেইহেতু শৌল কেনীয়দের নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে সুযোগ দিয়েছিল (৬ পদ)। এরপর শৌল অমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় ও যুদ্ধে অনেক অমালেকীয় মারা যায়। এতদূর পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু এরপর শৌল ও তার সঙ্গে ইজ্রায়েলীরা ঈশ্বর নির্ধারিত শাস্তিদানের পদ্ধতি থেকে চোখ সরিয়ে ফেলল। তারা কেবল সেই সমস্ত লোক ও সম্পত্তি ধ্বংস করল, যেগুলি তাদের দৃষ্টিতে ব্যবহারের যোগ্য নয়; কিন্তু যে সমস্ত বিষয় তাদের দৃষ্টিতে ব্যবহারে উপযুক্ত, সেগুলিকে রেখে দিল। ফলস্বরূপ, অমালেকীয় রাজা অগাগ এবং উত্তম উত্তম পশুদের তারা বাঁচিয়ে রাখল। এর দ্বারা তারা যে কেবল ঈশ্বরের আদেশের প্রতি অবাধ্য হয়েছিল, তা নয়; কিন্তু এর দ্বারা তারা ঈশ্বরের মুখের উপর তাঁকে অপমাণিত করল। ঈশ্বরের পবিত্রতাকে তারা হালকাভাবে নিল, এবং অমালেকীয়দের সমস্ত মানুষ ও সম্পত্তি নিঃশেষে বিনষ্ট করার মাধ্যমে হেরেম পালনকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করল। শৌল ও তার লোকেরা তাদের নিজেদের জন্য সেই সমস্ত বিষয় রেখে দিল, যারা ছিল একমাত্র ঈশ্বরের অধিকার। যিহোশূয় ৭ অধ্যায়ে আমরা আখনকে একই অপরাধ করতে দেখি, যার জন্য তার প্রাণদণ্ড হয়েছিল। [শিশুদের হত্যা করতে যেহেতু শৌল বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি (সহমর্মিতা?), সেইহেতু অগাগকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে যে কারণকে আমরা নির্দেশ করতে পারি, তা হল, নিজের শৌর্য ও ক্ষমতার প্রকাশ হিসাবে শৌল অগাগকে ট্রফি হিসাবে রেখে দিতে চেয়েছিল (বিচার ১:৬-৭)। অন্যদিকে, উত্তম উত্তম পশুকে বাঁচিয়ে রেখে, তাদের দ্বারা ইজ্রায়েলীদের জন্য ভালো রকমের বলিদান-ভোজের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। অথবা, ঈশ্বরের উদ্দেশে বলির জন্য তাদের নিজেদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পশুদের রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।]

শৌলের এই অবাধ্যতা ঈশ্বরকে গভীরভাবে দুঃখ *(grieved)* দিয়েছিল। লেখক এখানে ঈশ্বরের আবেগকে মানুষের উপলব্ধির ভাষায় প্রকাশ করেছে *(anthropopathism)* : ***"আমি শৌলকে রাজা করেছি বলে আমার অনুশোচনা (দুঃখ) হচ্ছে, কারণ সে আমার অনুগমন থেকে ফিরে এসেছে, আমার বাক্য পালন করেনি"*** (১১ পদ)। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে একইভাবে ঈশ্বরের আকারকে মানুষের উপলব্ধি ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে *(anthropomorphism)*। ঈশ্বরের কাছ থেকে এই কথা শুনে শমূয়েলও সারা রাত ধরে সদাপ্রভুর কাছে কাঁদতে বাধ্য হয়েছিল। এই সময় হয়ত শমূয়েল সেই রাতের কথা স্মরণ করেছিল, ছোট্ট শমূয়েল যেদিন যাজক এলির বিরুদ্ধ ঈশ্বরের শাস্তির কথা শুনেছিল। আর এখন শমূয়েলের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, কিন্তু এই বয়সেও তাকে পুনরায় ঈশ্বরের শাস্তির কথা শৌলকে শোনাতে হবে।

শৌল কিন্তু নিজের অপরাধের বিষয় বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল নয়। পরিবর্তে, নিজের কাজের প্রতি সে যথেষ্ট সন্তুষ্ট। আর তাই তার বীরত্বের কথা যেন দেশবাসী না ভুলে যায়, সেই চেষ্টায় সে কর্মিলে নিজের জন্য একটি স্তম্ভ প্রস্তুত করল (১২ পদ)। এর আগে শৌলের মধ্যে যদিও অনেক ত্রুটি বা ভুল চিন্তা আমাদের চোখে ধরা পড়েছে, তথাপি সদাপ্রভুর সেবা করার জন্য তার মধ্যে এক প্রকার আগ্রহ ছিল। কিন্তু এরপর থেকে আমরা শৌলকে কেবল নিজের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির চেষ্টা করতে দেখব। এর দ্বারা শৌল ইজ্রায়েলীদের দৃষ্টি ঈশ্বরের কাছ থেকে সরিয়ে নিজের প্রতি আকর্ষিত করতে চেষ্টা করেছে, আর এর দ্বারা সে লোকদের যে কথা বোঝাতে চেয়েছে, তা হল: ঈশ্বর নয়, কিন্তু শৌলই তাদের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা।

তখন শমূয়েল স্পষ্টভাবে তার অবাধ্যতার কথা শৌলকে বলল: ***"তবে আমার কানে এই মেষের রব হচ্ছে কেন? আর এই গোরুর ডাক আমি শুনছি কেন?*** (১৪ পদ)। এই কথার উত্তরে শৌল তার নিজের দোষকে আড়াল করতে লোকদের দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এমন কাজ করার অজুহাত দেখিয়ে শমূয়েলকে বলেছে: ***"আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করবার জন্য লোকেরা উত্তম উত্তম মেষের ও গোরুর প্রতি দয়া করেছে"*** (১৫ পদ)। এখন ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে, যুদ্ধক্ষেত্রে সেই সমস্ত পশুকে হত্যা করাটাও কি ঈশ্বরের প্রতি বলিদান ছিল না? অবশ্যই ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি, কারণ তার দ্বারা তাদের নিজেদের কোনও লাভ হত না। পরিবর্তে, এই সমস্ত উত্তম উত্তম পশুদের পৃথক রেখে পরে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান-ভোজ করলে, তারা সেই ভোজের মাংস খেতে পাবে এবং, পরবর্তী সেই বলিদানে তাদের নিজেদের পশুকে বলি দেবার কোনও প্রয়োজন হবে না। আরও একটি বিষয় আমরা শৌলের এই কথার মধ্যে দেখতে পাই, আর তা হল, সে ঈশ্বরকে শমূয়েলের ঈশ্বর ***(আপনার ঈশ্বর)*** বলে বর্ণনা করেছে। কেবল এখানে নয়, ২১ ও ৩০ পদেও সে একই কথা বলেছে। এর থেকে পরিষ্কার যে, শৌল যদিও মুখে বাধ্যতা ও বলিদানের দ্বারা ঈশ্বরকে সম্মান প্রদর্শনের কথা বলছে, কিন্তু মনে মনে সে ভালো করেই জানে যে, সে ঈশ্বরের কাছ থেকে কত দূরে সরে গেছে।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, শৌল তার নিজের পরিচয় ও আহানকে ভুলে গেছে। সে ভুলে গেছে যে, সে তার নিজের ক্ষমতায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে ইজ্রায়েলের উপর রাজা নিযুক্ত হয়েছে, ইজ্রায়েলের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌম রাজত্বে সে একটি হাতিয়ার ছাড়া কিছু নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য যদিও সে রাজা হয়েছে, কিন্তু রাজা হবার পর সে কথা সে ভুলে গেছে, তাই ঈশ্বরের বাধ্য হবার পরিবর্তে, এখন সে তার নিজের ইচ্ছা তথা পার্থিব লাভ অর্জন করতেই বেশি আগ্রহী। শমূয়েলর দ্বারা নিজের অপরাধ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও, শৌল পুনরায় নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার বৃথা চেষ্টা চালিয়েছে (২০-২১ পদ)।

গ। শৌলের অবাধ্যতার ফলাফল (২২-৩৫ পদ)

আমরা যদি ঈশ্বর আরাধনা বা তাঁর সেবা করতে চাই, তাহলে তিনি যেমন আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, সেই নির্দেশ অনুসারে আমাদের তা করতে হবে। আমরা আমাদের নিজেদের চিন্তা বা বুদ্ধিতে যা উত্তম, তা করলে হবে না। এ বিষয়ে ২২-২৩ পদে শমূয়েল

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

শৌলকে যে কথা বলেছে, তার দ্বারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধার্মিক আচরণের সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে : *"সদাপ্রভুর রবে অবধান করলে যেমন, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভু প্রসন্ন হন? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাপালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা অবধান করা উত্তম।"* (২২ পদ)। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর ইজ্‌রায়েলকে বলিদান পদ্ধতি দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে তারা প্রতীকী আকারে ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করত এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের বাধ্যতার জীবনে বিভিন্ন ত্রুটিকে ঢাকা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করত। এর মধ্যে এমন কোনও ইন্দ্রিয়জালিক ক্ষমতা ছিল না, যা ঈশ্বরের সহযোগিতা লাভে তাদের যোগ্য করত অথবা তাঁর প্রাথমিক দাবি থেকে ঈশ্বরকে ফেরানোর উপহার (ঘুষ) হিসাবে কাজ করত। কিন্তু শৌল ঈশ্বরের প্রতি এমন ব্যবহার করেছে, যেন ঈশ্বর একটি শিশু বা প্রতীমা, তিনি কিছুই বোঝেন না। ঈশ্বরের উদ্দেশে অমালেকীয়দের সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করার একমাত্র উপায় ছিল, তা ধ্বংস করা; তা ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করার জন্য রেখে দেওয়াও কোনওভাবে গ্রাহ্য বিকল্প ছিল না। বালদান কখনও বাধ্যতার বিকল্প হতে পারে না, এবং যে বলিদানের মধ্যে বাধ্যতা নেই, তা ঘৃণার বস্তু ছাড়া কিছু নয়। পুরাতন নিয়মে বারংবার ইজ্‌রায়েলকে এই শিক্ষা পেতে হয়েছে (হোশেয় ৬:৬; মীখা ৬:৬-৮; আমোষ ৫:২১-২৪; যিশাইয় ১:১০-১৭)। আজকের দিনে উপাসনায় যোগদান কিংবা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবন-যাপনের প্রতিশেধক হতে পারে না। হ্যাঁ, শৌল ঈশ্বরের বাক্যকে অগ্রাহ্য করেছে, ঈশ্বরও তাকে রাজ্যচ্যুত করলেন (২৩ পদ)। ১৩ অধ্যায়ে শৌল যখন শমূয়েলের জন্য অপেক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে অবাধ্য হয়েছিল, তখন তার থেকে সাম্রাজ্য *(dynasty)* কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখানে তার দ্বিতীয় অবাধ্যতার পর, তার মধ্যে ইজ্‌রায়েলের উপর উপযুক্ত রাজা হবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে মুছে গেল। জাগতিক পদ্ধতি মেনে শৌল আরও কয়েক বৎসর রাজা থাকবে, কিন্তু প্রজাদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করতে সে এখন ব্যর্থ।

ধরা যেতে পারে যে, শৌল এর আগে পর্যন্ত রাজ্যচ্যুত হবার বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু শমূয়েল যখন এখানে স্পষ্ট ভাষায় সেই কথা তাকে শুনালো, তখন শৌল জ্ঞান ফিরে পেল। অবশেষে শৌল নিজের পাপ স্বীকার করে বলেছে, *"আমি পাপ করেছি, ফলতঃ সদাপ্রভুর আজ্ঞা ও আপনার বাক্য লঙ্ঘন করেছি; কারণ আমি লোকদের ভয় করে তাদের কথা শুনেছি"* (২৪ পদ)। হ্যাঁ, শৌল ইচ্ছা করেই এই কাজ করেছে, কারণ সে ঈশ্বরের কথা থেকে লোকদের কথায় বেশি মনোযোগ দিয়েছে। এইভাবে, নিজের দোষ স্বীকার করার পেছনে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা (রাজ্যচ্যুত না হওয়ার ইচ্ছা) কাজ করেছে, না-কি, তা ছিল প্রকৃত অনুতাপ, তা কেবল ঈশ্বর জানেন। যাইহোক, শৌল যে দ্বিতীয় সুযোগের জন্য বিনতি করেছিল (২৫ পদ) তা কিন্তু এখন আর সম্ভব ছিল না। মনে রাখতে হবে, ঈশ্বর যখন তাঁর সন্তানদের বিশেষ করে নেতাদের কোনও দায়িত্ব দেন, তা সত্য দায়িত্ব হওয়ায়, সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার মাশুল আমাদেরই দিতে হয়।

না, শৌলকে রাজ্যচ্যুত করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, তার কোনও পরিবর্তন হবে না। কিন্তু তাই বলে কি শৌল তার ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষমা পাবে না? পাপের পরিণামকে যেমন সরিয়ে রাখা যায় না, ঠিক তেমনই প্রকৃত অনুতাপী সর্বদাই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের পথ খুঁজে পায়। দাউদের মহাপাপ যখন ক্ষমা করা হয়েছিল, তখন শৌলের পাপ কি ক্ষমার অযোগ্য? একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, অবাধ্যতার কাজ করতে করতে আমরা কখন এমন পরিস্থিতিতে পৌঁছাব, যখন সেখান থেকে ফিরে আসার কোনও সুযোগ থাকবে না। অন্যদিকে, বিশ্বাসী আমরা এ-ও জানি যে, প্রকৃত অনুতাপী সর্বদা ক্ষমার আনন্দ ভোগ করে থাকে। অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, আমরা কোনওভাবে পাপকে লঘু জ্ঞান করব বা তার চরমতাকে অস্বীকার করব। অগাগকে শেষ পর্যন্ত খণ্ডবিখণ্ড করা হয়, যা পুনরায় আমাদের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছার পূর্ণতা ও সার্বভৌমত্বকেই তুলে ধরে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com